তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ

শিক্ষক লাঞ্ছনায় গোটা জাতি অপমানিত এমপিসহ অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে

নরায়ণগঞ্জে একেএম সেলিম ওসমান নামক জাতীয় পার্টির এক সংসদ সদস্য গত শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে একজন শিক্ষককে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করিয়ে অপমান করলেন। এতে শুধু শিক্ষক সমাজই অপমানিত হলেন না, অপমানিত হয়েছে গোটা জাতি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বর্বর এ দৃশ্য দেখানোয় গোটা জাতি ক্ষুব্ধ ও স্তব্ধ। সামাজিক মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় বইছে।

এ ঘটনায় গত সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের কাছে শিক্ষামন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, তিনি মর্মাহত। কেউ দোষ করলে নিয়মনীতি অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষকের সঙ্গে এ ধরনের অসম্মানজনক আচরণ কাম্য হতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রীর মর্মাহত হওয়া কিংবা দুঃখ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। একজন সংসদ সদস্যের প্রকাশ্যে এ মাস্তানির বিরুদ্ধে শাস্তির কী পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন দেশবাসী সেটাই দেখতে চায়। ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তা যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি না। নারায়ণগঞ্জে ওসমান পরিবার এক আতঙ্কের নাম। এ তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত করা ওসমান পরিবারের পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নয়। আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি করছি। প্রকাশ্যে একজন শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করানোর দৃশ্য দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন যেখানে একটি সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে কেউ পারে কিনা সেই প্রশ্নেরই সমাধান হতে হবে প্রথমে। আমরা গোটা বিষয়টি স্পিকারের দৃষ্টিতেও আনতে চাই। জাতীয় সংসদের এ সদস্যের বিরুদ্ধে সংসদ কী ভূমিকা পালন করে সেটা আমরা দেখতে চাই। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গত মঙ্গলবার বলেছেন, একজন শিক্ষককে এ জাতীয় অপমান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গোটা জাতি এখন সেই শাস্তিটাই দেখতে চায়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শ্রেণীকক্ষে কথিত ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগে গত শুক্রবার নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান এভাবে অপমান করেন। এর আগে কিছু ব্যক্তি তাকে প্রচুর মারধর করে। প্রধান শিক্ষক ধর্মীয় কটূক্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং সেই অভিযোগটিই মিথ্যা, বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এমনকি তিনি যে কটূক্তি করেছেন এর চাক্ষুষ কোন প্রমাণ উপস্থিতদের কেউ দিতে পারেননি। বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির একটি অংশের সঙ্গে বিরোধের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন তিনি– প্রধান শিক্ষক সেটাই জানালেন। হঠাৎ করে স্থানীয় মসজিদ থেকে মাইকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার উসকানি দেয়া এবং জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দেয়ার ঘটনাটি যে সাজানো উসকানি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিগৃহীত শিক্ষকের দাবি, এ স্কুল ১৭ বছর ধরে তিনি গড়েছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির কারও কারও অন্যায় দাবির কাছে মাথানত করেননি বলেই তিনি আজ এভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। গোটা বিষয়টি নিয়েই তদন্ত হতে হবে কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে।

নিগৃহীত শিক্ষক বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে মিথ্যা কথা বলিয়ে নেয়া সেলিম ওসমানদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। নারায়ণগঞ্জবাসীকে জিম্মি করা, যাকে খুশি তাকে অপমান করার প্র্যাকটিস ওসমান পরিবারের কাছে নতুন কোন ঘটনা নয়। এবার একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার মধ্য দিয়ে ওসমান পরিবার নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে এখন গোটা দেশকেই অপমানিত করল। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত ও যথার্থ বিচার চাই।